প্রথম আলো

তারিখ 03 MAY 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্যদের পৌষ মাস!

পাস নম্বরের জন্য গ্রেস ও শর্ত শিথিল করে ভর্তি

শরিফুজ্জামান ●

ভর্তিপ্রক্রিয়া শেষে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের ক্লাসও শুরু হয়ে গেছে। এ অবস্থায় ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য পোষ্যদের ৩ নম্বর গ্রেস দিয়ে ও বিভাগীয় শর্ত শিথিল করে পোষ্য কোটায় ভর্তি করানো হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতি ও কর্মচারী ইউনিয়নের চাপের মুখে এসব শর্ত শিথিল করা হয়েছে। কয়েকটি বিভাগ এভাবে ভর্তির বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পোষ্যদের জন্য শর্ত শিথিলের ঘটনা এবারই প্রথম নয়। শর্ত শিথিলকে পোষ্যদের জন্য পৌষ মাস বলে অভিহিত করেছেন কেউ কেউ।

বিদ্যমান নিয়মে, ভর্তির জন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করতে হয়। কিন্তু পোষ্যরা কেবল পাস নম্বর (৬০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় ২১) পেয়েই ভর্তি হন। কিন্তু এবার যাঁরা ২১ পাননি, তাঁদের ভর্তির জন্য ৩ নম্বর গ্রেস দেওয়ায় এবং বিভাগীয় শর্ত শিথিল করায় শিক্ষকদের অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখ্য, কয়েকটি বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে পাস নম্বর ছাড়াও বাংলা, ইংরেজিসহ কয়েকটি বিষয়ে নির্দিষ্ট নম্বর পাওয়া বাধ্যতামূলক। কর্মচারীরা পোষ্যদের ক্ষেত্রে বিভাগীয় এই শর্ত তুলে দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছিলেন।

গত ২৭ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভর্তি পরিচালনা কমিটির ১৪তম জরুরি সভায় পোষ্যদের ৩ নম্বর গ্রেস দিয়ে পাস নম্বর অর্জনে সহায়তা ও বিভাগীয় শর্ত শিথিলের এই সিদ্ধান্ত হয়। এ সিদ্ধান্তের আলোকে বিভিন্ন বিভাগকে দেওয়া চিঠিতে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের বৃহত্তর কল্যাণের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

জানতে চাইলে ওই চিঠিতে সই করা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-রেজিস্ট্রার (শিক্ষা-১) মোহাম্মদ আলী *প্রথম আলোকে* বলেন, ভর্তি কমিটির সিদ্ধান্তে তিনি এ চিঠি দিয়েছেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কর্মচারী সমিতি ও ইউনিয়নের দাবির কারণে কমিটি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অনুসন্ধানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপক্ষে ১০৫ জন পোষ্যকে ভর্তির তথ্য পাওয়া গেছে। তবে সূত্রগুলো জানায়, প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়ে বেশি। বিদ্যমান নিয়মে পোষ্য কোটায় কতজন ভর্তি হবে, তা বলা নেই। পোষ্য কোটায় পরীক্ষা দিয়েছেন প্রায় ১৫০ জন। তাঁদের মধ্যে পাস নম্বর পেয়েছেন ৬২ জন। গ্রেস দেওয়ায় এবং বিভাগীয় শর্ত শিথিল করায় আরও অর্ধশত পোষ্য ভর্তির যোগ্য হয়েছেন।

২৭ এপ্রিল ভর্তি কমিটি যে তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যায়, ১১ জনকে পোষ্য কোটায়

এরপর পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৬

● শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরুর পর পোষ্য কোটা চালু : পৃষ্ঠা-৪

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্যদের পৌষ মাস!

শেষ পৃষ্ঠার পর

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, নৃবিজ্ঞান বিভাগে ১১ জন পোষ্যকে ভর্তি করতে বলা হয়েছে। এঁদের মধ্যে ন্যূনতম পাস নম্বর অর্জন করা পাঁচজনকে ভর্তি করেছে ওই বিভাগ, বাকি ছয়জনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি। এ নিয়ে বিভাগের জরুরি সভায় উপস্থিত সাত শিক্ষকের মধ্যে তিনজন এ বিষয়ে লিখিত আপত্তি দিয়েছেন।

নৃবিজ্ঞান বিভাগের ভর্তি কমিটির সভাপতি মির্জা তাসলিমা সুলতানা *প্রথম আলোকে* বলেন, ভর্তি পরীক্ষা শেষে ক্লাস শুরু হওয়ার পর যখন গ্রেস নম্বর ও বিভাগীয় শর্ত শিথিল করা হয়, তখন বোঝা যায় এটি উদ্দেশ্যমূলক সিদ্ধান্ত। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাতালিকায় এসে কেউ ভর্তি হবেন, আর কেউ ফেল করার পরও গ্রেস নিয়ে ভর্তি হবেন এবং তাও ভর্তিপ্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর—এটা অন্যায় ও অনৈতিক।

জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগে ছয়জনকে পোষ্য কোটায় ভর্তি করতে চিঠি দেওয়া হয়েছে। ওই বিভাগের ভর্তি কমিটির সভাপতি উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল *প্রথম আলোকে* বলেন, মেধাতালিকা অনুযায়ী ভর্তি হওয়া ২৫ শিক্ষার্থীর ক্লাস চলছে। এখন যাঁদের ভর্তি করতে বলা হয়েছে, তাঁরা পরীক্ষায় পাস করেননি। মেধাবীদের সঙ্গে অকৃতকার্যদের জুড়ে দেওয়ার বিষয়টি ঠিক নয়। ছাড় যদি দিতেই হয়, তাহলে শুধু পোষ্য কোটায় কেন, অন্যদেরও তা দেওয়া উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সমিতির সভাপতি মো. আব্বাস আলী তালুকদার বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী ভর্তিপদ্ধতি থাকা উচিত। একেক বিভাগ একেক সিদ্ধান্ত নেয় এবং এর ফলে প্রতিবছর কিছু ঝামেলা হয়। পোষ্যদের ভর্তির বিষয়ে কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটির সিদ্ধান্ত কোনো কোনো বিভাগ মানছে না। তিনি বলেন, আমরা চাই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের নম্বরের অংশ এবং লিখিত পরীক্ষার নম্বর মিলিয়ে শতকরা ৩৫ পেলেই যেকোনো পোষ্য যেন ভর্তি হতে পারে। আর কোনো শর্ত যাতে না থাকে।